Bodhsandhya

Ninth Edition

নবম বর্ষ
নবম সংখ্যা

প্রকাশক ঃ
বোধসন্ধ্যা
এস-৪৩৯, গ্রেটার কৈলাশ
পার্ট - টু
নিউ দিল্লি - ১১০০৪৮

প্রচ্ছদ
শালিনী

মুদ্রক এবং লেসার টাইপ সেটিং ঃ
আশীর্ব্বাদ প্রিন্ট সার্ভিস
ডি-৬৮৬, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নয়া দিল্লী-১১০০১৯
দূরভাষ ঃ ২৬২৭৩৮৪৪

ইচ্ছে করে

তনুকা এন্ডো

ইচ্ছে করে ডিগবাজী খাই
ইচ্ছে করে নেচে বেড়াই
ইচ্ছে করে উল্টোমুখে হাঁটি।

ইচ্ছে করে গলা ছেড়ে
গাইতে বসি রাতদুপুরে
ঘড়ির মাথায় মেরে বিষম চাঁটি।

সোনার সকাল বাইরে থেকে
হাত ছানি দেয় ডেকে ডেকে
ঘড়ির কাঁটায় আমার যে দিন বাঁধা

ইচ্ছে করে জানলা খুলে
হালকা ডানা দিয়ে মেলে
উধাও হয়ে দেখি নীলের ধাঁধাঁ।

ইচ্ছে করে নিয়ম যত
দিই পাল্টে খুশী মত
অনিয়মের নিয়মই হোক রাজা।

ইচ্ছে করে পথে পথে
ঘুরে বেড়াই আপন মতে
ইচ্ছেকে দিই ভোরের ফুলের পূজা।

ইচ্ছে করে ছোট্ট মুখে
দিই ভরিয়ে হাসির সুখে
ইচ্ছে করে পেট ভরে খাক সবাই।

অন্যায় যে করবে যখন
আপোস কোন নেই তো তখন
ঝিকিয়ে উঠুক প্রাণেরই রোশনাই

ইচ্ছে করে গানের সুরের
হাত ধরে যাই সেই গভীরে
ইচ্ছে করে পাহাড়-চূড়ায় উঠি

ইচ্ছে করে ঝরণা-জলে
পা ডুবিয়ে হাওয়ার তালে
সবুজ মাঠে পাগল হয়ে ছুটি।

ইচ্ছে করে আশেপাশে
মেকি হাসি পড়ুক খসে
ভিতর থেকে বেরোক ভালবাসা।

জেগে থাকুক ইচ্ছে করে
চেনা-অচিন মুখের ভীড়ে
হারিয়ে যাওয়া বন্ধু পাওয়ার আশা।

জীবন পথিক

চিত্রা নাথ

ক্লান্তিতে তুমি হওনিকো কভু ক্লান্ত
বিনিদ্র অশ্রান্ত
তবু হওনিকো কভু শ্রান্ত।
কখন হ'য়েছে ভোর, পেরিয়ে গিয়েছে তা দুপুরে
দুপুর পেরিয়ে রাত্রি এসেছে
আবার হ'য়েছে ভোর
পঞ্চাশ কি ষাট
চলেছিলে হাতে রেখে হাত।
স্বপ্নেও ছিলনা যে
এ হাতের হ'তে পারে ছাড়াছাড়ি
আজ তুমি একা বিষম একা
নেই কোনও কাজ —
সামনে এক দীর্ঘ অবসর, জানতেনা কোন দিনই
সময়ের ছিল টানাটানি
চিরদিনই।
কিন্তু আজ!!
নিয়মের রাজত্ব, সবই নিয়মে চলে —
হয়নাকো তা'র ছন্দপতন।
সময় হ'য়েছিল, এসেছিল বুঝি ডাক
তাই বুঝি তা'কে চলে যেতে হ'ল,
একলা তোমাকে ফেলে
কিন্তু তোমার পথ চলা?
তা কি থেমে যাবে?
সময়ের কি অসীম মহিমা!!
দুঃখহরা ব্যথাহরা সময়-প্রলেপ
ভুলে যাবে গ্লানি সব, দুঃখ সব, সব শূন্যতা
এক নতুন আলোকে পাবে পথ।

গুজরাত

তনুকা এন্ডো

সার সার মৃতদেহ জ্বলছে
চলছে রন্ধন, ভক্ষণ, রমণ ও শয়ন।
চলছে মা-কে আবাহন
প্রদীপ জ্বালানো
ঘর সাজানো
আসছে ঈদের মিলনতিথি
বড়দিনের রোশনাই।
হাওয়ায় ভাসছে নেতাদের ঝুলি
সম্প্রীতি-বার্ত্তা।

ঘৃণার বিষে জর্জর
নীলকণ্ঠ আমার দেশ
আমার মা
আমার মাতৃভূমি
পারি না কি এখনও
তোমাকে বাঁচাতে?
ভালবাসার উষ্ণতায়
ধুয়ে যাক বিষ
ভয়ে নয়
ভালবাসায় উচ্চারিত হোক
"গুজরাত"।